তারিখঃ ২১.৩.২১ – ২২.৩.২১ ইং

**প্রকাশ ও প্রকৃতি**

যেহেতু গতকালের বিষয়টি কঠিন ছিল। তাই একটু সহজ করে পর্যালোচনা করছি, গতকালের বিষয় নিয়ে।

তৃ মন্ডল যখন ব্যাকরণের নিয়মে চলে যায় তখন তিন পুরুষ হিসেবেই পরিচিত হয়। সেই পুরুষের মধ্যেই লিঙ্গ ভেদে থাকে। ব্যাকরণের যেমন মধ্যম পুরুষ নাম পুরুষও হয়েছে, আবার নাম পুরুষটিই অবস্থার ভিন্নতা উত্তম পুরুষ হয়েছে। তৃ মন্ডলও অনেক সময় এই নিয়ম অনুসরণ করে। এটা নির্ভর করে কে কোন টাকে কোন অবস্থানে নিয়ে হিসেব নির্ণয় করে।

যখন উত্তম পুরুষ, যখন তার প্রতিপক্ষ অথবা সমকক্ষ কাউকে পায় না, তখন নিজেই নিজের সমকক্ষ বা প্রতিপক্ষ। অর্থাৎ তিন পুরুষই সমকক্ষ, প্রতিপক্ষ না পেলে নিজের অবস্থানে নিজেই নিজের প্রতিপক্ষ বা সমকক্ষ। তবে আর্দশ সমান্তরাল তৃমন্ডল বা তিন পুরুষে প্রত্যেক মন্ডল বা পুরুষ বিদ্যমান থাকে।

প্রথম পুরুষ যেমন আমি বা একবচনও হতে পারে, আবার আমরা বা বহু বচনও হতে পারে। দ্বীবচনও হতে পারে। আর্দশ সমান্তরালে প্রতিটি মন্ডল বা পুরুষে বচন এক রকম নাও হতে পারে। যেমন ১ম মন্ডল একবচন ও ২য় মন্ডল দ্বীবচন ও তৃতীয় মন্ডল বহু বচন। বাক্যালাপে যেমন পুরুষ পরিবর্তন হয় স্বাভাবিক ভাবেই।

তৃ মন্ডলে সেটা স্বাভাবিক ভাবে হয় না। তারপরেও হিসেবের দৃষ্টি ভঙ্গিমায় সমকক্ষ বা প্রতিপক্ষ পরিবর্তন হয়। যেমন আকাশের সূর্যকে পিতা বা ১ম মন্ডল ধরলে সমকক্ষ ২য় মন্ডল হবে সুর্যের উষা বা আলো। যা দিয়ে সূর্য প্রকাশিত হয়। তখন ৩য় মন্ডল থাকবে না। কিন্তু যখন সুর্যের সমকক্ষ চাঁদকে ধরা হয় তখন চাঁদকে যদি ২মন্ডলে নির্বাচন করা হয় তখন ৩য় মন্ডল হবে নক্ষত্র। আর যদি ৩য় মন্ডল তখন বাদ পরে যায় তখন চাঁদই হবে ৩য় মন্ডল তথা পুত্র।

আরেকটা উদাহরণ: আদম ১ম মন্ডল, ২য় মন্ডল বাদ রাখলে তখন সমকক্ষ প্রতিনিধি হয় ৩য় মন্ডল। যেমন আদম বনাম তার সন্তানগন। আদম+আদম সন্তান। ২য় মন্ডল যদি বাদ না দেই তখন হবে আদম+হাওয়া+সন্তানগন। আজকে যে পুত্র কালকে সেই পিতা হতে পারে। আজকে যে কন্যা কাল সেই মাতা হতে পারে। ব্যাকরণের পুরুষ বদলের মতই।

এখন **প্রকাশ ও প্রকৃতি** নিয়ে বলছি।

দৃশ্য বা অদৃশ্য কোন বিষয়, বস্তু, আত্মা, সত্ত্বার, ধ্যান-ধারনা ইত্যাদির নিজস্ব অস্তিত্বের উপস্থিতি সম্পর্কে অবগত হওয়া যায় বা অস্তিত্বের বাস্তবতার আবির্ভাব হওয়াকেই প্রকাশ বলা হয়।

প্রকাশ যখন কোন রুপ, গুন, বৈশিষ্ট, অবয়বে বা আকৃতিতে হয়ে থাকে তখন সেটাকে প্রকৃতি বলে।

প্রকাশ ও প্রকৃতি তৃ মন্ডলের বা ব্যাকরণরে মত তিন পুরুষের কোন না কোন রুপে হয়ে থাকে। একক ভাবেও আবির্ভূত হতে পারে আবার দ্বী রুপ ও তৃ রুপেও আবির্ভূত হতে পারে। মোটকথা প্রকাশ যে ক্রিয়া-প্রক্রিয়া অথবা আকার- আকৃতিতে হয় সেটাকে প্রকৃতি বলা হয়।

★ প্রকাশ ও প্রকৃতির প্রধান দুইটি রুপ যেমন:

১/ অদৃশ্যমান অস্তিত্ব।

২/ দৃশ্যমান অস্তিত্ব।

★ অদৃশ্যমান অস্তিত্ব আবার দুই রুপের।

১/ অবয়বহীন অদৃশ্যমান অস্তিত্ব

২/ অবয়ব বা শরীরী অদৃশ্যমান অস্তিত্ব।

★ দৃশ্যমান অস্তিত্বেরও প্রকারভেদ আছে। সেই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা আপাতত প্রয়োজন নেই, কারণ তৃমন্ডলের আলোচনাতে সব গুলোকেই একত্রিত করে নিয়েছি।

তাহলে দৃশ্য ও অদৃশ্য বিষয় গুলো মোট তিনটি।

১/ অবয়বহীন অদৃশ্যমান অস্তিত্ব।

২/ শরীরী অদৃশ্যমান অস্তিত্ব।

৩/ দৃশ্যমান অস্তিত্ব।

সমগ্র বিশ্ব জগতে যা কিছু আছে সকল কিছু এই তৃরূপের অন্তর্ভুক্ত। পদার্থ-অপদার্থ, দৃশ্য-অদৃশ্য, শরীরী-অশরীরী, বস্তু, আত্মা, সত্তা, দোষ-গুণ, বৈশিষ্ট্য যা কিছুই বলি, সকল কিছুই এই তৃ রূপের কোন না কোন এক রূপে অবস্থিত। উক্ত তিন রুপের উদাহরণ সহ বিস্তারিত আলোচনা করব।

তার আগে একটি কথা বলতে হচ্ছে, পিতা পুত্র তথা বংশীয় সাজারাহ আলোচনা করেছি, কিন্তু সেই বিষয়টাতে সর্বশক্তিমানকে ফুটিয়ে তুলা যায় নি। পিতৃঋণ-পুত্রঋণ এবং তার ধারাবাহীকতা আলোচনা করেছি। সেখানেও মহান স্রষ্টাকে তুলে ধরার সুযোগ ছিলো না। অতপর তৃমন্ডল আলোচনা করেছি। সেখানেও রহমানকে তুলে ধরার সুযোগ হয়নি। তবে তৃমন্ডল আলোচনার শেষ দিকে ব্যাকরণরে তিন পুরুষে গিয়ে আল্লাহর বিবরণ ও আলোচনা করার সূত্র বের হয়েছে।

আমরা আকাইদকে একেবারে সচ্ছ ও শুদ্ধ করতেই এই পথে হাটতে হয়েছে। ইনশাআল্লাহ, প্রকাশ ও প্রকৃতির আলোচনার মধ্যে স্রষ্টার বিষয় ও বিবরণ বিস্তারিত তুলে ধরতে পারবো। আমরা তাকে চিনে নিতে পারবো। এবং তাঁর অস্তিত্বের বিষয়ে পরিস্কার জানতে পারবো। আমরা তাকে জনতে পারবো, দেখতে পাবো। প্রকাশ ও প্রকৃতির প্রকার নিয়ে আলোচনার করার সময় আমাদের আরো দুইটি বিষয় লাগবে। তা হলো নাম ও বৈশিষ্ট্য।

**নাম ও বৈশিষ্ট্য** অনেকটা ব্যাকরণের বিশেষ্য-বিশেষণ এর মত।

★ **নাম:** একাধিক বিষয়-বস্তু, জাতি-সত্ত্বা, শ্রেণী, ধর্ম-বর্ণ তথা অস্তিত্বের মধ্যে থেকে যখন প্রত্যেককে একে অপর থেকে আলাটা ভাবে পরিচয় করিয়ে দিতে, যে শব্দ বা বাক্য সম্বোধন করা হয় তাকে **নাম** বলে।

সহজ কথায় "যা দিয়ে প্রত্যেকে একে অপর থেকে আলাদা পরিচয় পৃথক করা হয় তাকেই নাম বলে। যেমন আল্লাহ একটা অস্তিত্ব। যা অন্য সকল অস্তিত্ব থেকে তাঁকে এই নামে আলাদা করা হয়েছে।

ভুমি, রুহ, ফেরেস্তা, জিন, ইনসান, আকাশ, জমিন, মাটি, পাথর, পাখি, পশু ইত্যাদি প্রতিটি জাতিকে অপর কোন জাতি থেকে আলাদা আলাদা ভাবে পরিচয় দিয়েছে "নাম"।

যখন মানুষের নিজেদের মধ্যে কারো নাম হাসান, কারো নাম হুসেন, কারো নাম ওমর ইত্যাদি হয়, তখন উক্ত তিনজনই একে অপর থেকে পৃথক ব্যক্তি এবং সমগ্র মানুষ জাতির মধ্যেও তাদের পরিচয় সনাক্ত করা হলো। আল্লাহতালা আদমকে সৃষ্টি করার পর কিছু নাম শিখিয়ে দিলেন। তারপর ফেরেস্তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা নিলেন। আদম বিজয়ী হল। তাহলে বোঝা গেল নামের গুরুত্ব অত্যধিক।

★ **বৈশিষ্ট্য:** প্রতিটি বিষয়বস্তু, জাতি, শ্রেণী, সত্ত্বার তথা অস্তিত্বকে যখন রূপ, ধরণ, দোষ, গুণ, অবস্থান, সংখ্যা ইত্যাদি দিয়ে অপর কোন বিষয়বস্তু জাতি শ্রেণীর সত্তা তথা অস্তিত্ব থেকে আলাদা করে চিহ্নিত করা হয় তখন তাকে বৈশিষ্ট্য বলা হয়। মূলত বৈশিষ্ট্য হলো প্রকাশের প্রকৃতির ধরণ। এটা ব্যাকরণ এর বিশেষণ এর মত।

আমরা জানি ইব্রাহিম নবী সর্বশক্তিমান আল্লাহ কে প্রকাশ ও প্রকৃতি, নাম ও বৈশিষ্ট্য, এই প্রক্রিয়া দিয়ে চিনতে পেরেছিলেন। আকাশে যখন সূর্য প্রকাশিত হয়, তখন আমরা সবাই তাকে দেখি।

কোন অন্ধ, অথবা চক্ষু বন্ধ করে থাকা ব্যক্তি ও সূর্যের প্রকাশ তার প্রকৃতির মাধ্যমে বুঝে নিতে পারে। যেমন সকালের দিকে সূর্য প্রকাশিত হয় মৃদু তেজ ও প্রখরতা নিয়ে। অতঃপর ধীরে ধীরে তার তেজ প্রখরতা বাড়তেই থাকে। তখন ধীরে ধীরে দুপুর হতে থাকে। এবং বিকেল দিকে ধীরে ধীরে সূর্যের তেজ ও প্রখরতা কমতে থাকে। এই ভাবেই কোন অন্ধ অথবা চোখ বন্ধ করে রাখা ব্যক্তি ও বুঝে নিতে পারে সূর্যের উপস্থিতি সত্য ও বাস্তব।

**প্রশ্নঃ** আল্লাহর সিফাতই তো আল্লাহর বৈশিষ্ট্য তাই না?

**উত্তরঃ** হ্যা

**প্রশ্নঃ** বৈশিষ্ট্য আর প্রকৃতির মধ্যে পার্থক্য আছে?

**উত্তরঃ** হ্যা,আমি তো দুইটাকে আলাদা করেই বুঝিয়েছি। যেমন সূর্য একটা নাম। তার বৈশিষ্ট হলো আলো, তেজ ও তেজের প্রখরতা।

**প্রশ্নঃ** প্রকাশ- অস্তিত্বশীল কিছু আমাদের নিকট স্পষ্ট হয়ে পড়া। প্রকৃতি- প্রকাশের প্রকাশ। বৈশিষ্ট্য- প্রকৃতির কোনো কিছু প্রকৃতির অন্য কিছু থেকে ভিন্ন হওয়ার কারণ। ঠিক আছে?

**উত্তরঃ** প্রকাশ হলো অস্তিত্বের বাস্তবতা। আর সে বাস্তবতা যে ধরণ বা প্রক্রিয়ায় প্রকাশিত হয় সেটাকে বলে প্রকৃতি। উদাহরণ স্বরূপ দিন ও রাত। এ দুইটা প্রকাশিত হয়। রাতের ধরণ অন্ধকার। আর দিনের ধরণ আলো। আবার বাতাস এটা প্রকাশ আছে। অস্তিত্বও আছে। যখন তা প্রকাশিত হয় তখন সেটা প্রবাহিত হতে থাকে। কখনো শীতলতা কখনো উষ্ণ। কখনো ঝড়ো, কখনো মৃদু।

**প্রশ্নঃ** বাতাসকে আলো থেকে আলাদা করা হয়েছে কি দিয়ে?

**উত্তরঃ** নাম ও বৈশিষ্ট্য দ্বারা। বাতাস ও আলো দুইটা আলাদা আলাদা অস্তিত্ব।

**প্রশ্নঃ** ইমোশন- বুদ্ধিমত্তার প্রকাশ। প্রকৃতি- রাগ/কান্না/সুখ/প্রেম। বৈশিষ্ট্য- সুখ ও দুঃখকে পার্থক্য করে। উদাহরণটা ঠিক আছে?

**উত্তরঃ** ইমোশন সত্ত্বার অবস্থার ধরন।

রাগ, কান্না, সুখ, প্রেম, এগুলো প্রকৃতির মধ্যে সত্ত্বার প্রকাশের বৈশিষ্ট্য। সুখ ও দুঃখ এগুলো বৈশিষ্ট্যও হতে পারে নামও হতে পারে।

সুখের সময় মানুষ হাসে দুঃখের সময় মানুষ কান্না করে এগুলো বৈশিষ্ট্য এবং প্রকৃতি। এগুলো প্রকাশিত হয় মানুষের অঙ্গ পতঙ্গ অবয়ব দেখে।

**প্রশ্নঃ** আচ্ছা তার মানে কি প্রকাশ, প্রকৃতির আবির্ভাবের উপর নির্ভরশীল?

**উত্তরঃ** সবাই একে অপরের উপর নির্ভরশীল। একজন ছাড়া অপরজন অসম্পূর্ণ।

**প্রশ্নঃ** তাহলে কোনো পুরুষকে ডিটেক্ট করতে এই চারটাই পরিপূরক?

**উত্তরঃ** হ্যা। প্রকাশ, প্রকৃতি, নাম ও বৈশিষ্ট্য।